নারীর স্বপ্ন

• মিলা মাহফুজা

প্রায় সব মানুষই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। নারীও দেখে, পুরুষও দেখে। এই স্বপ্নের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। ইচ্ছে করলেই স্বপ্ন দেখা যায় না, স্বপ্নের বিষয়ও পরিবর্তন করা যায় না।

ঘুমের স্বপ্ন ছাড়াও মানুষের জীবনে আর একরকম স্বপ্ন আছে। যে স্বপ্নের অন্য নাম ইচ্ছাপূরণ। জীবনে চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন। কী চাওয়া উচিত, আর কী পাওয়া যেতে পারে তার সম্ভাবনা ঘিরে যে স্বপ্ন। চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন সবার থাকে না। গতানুগতিকতায় যা ঘটে চলে তাই মেনে নেয়া মানুষের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেরই জীবন নিয়ে একটা স্বপ্ন থাকে। নারী আর পুরুষের জীবন নিয়ে স্বপ্ন প্রায় পুরোটাই আলাদা।

এককালে, এই ধরুন দেড় কি দুশ বছর আগে, ভারতভূমির বাঙালি নারীদের স্বপ্ন কেমন ছিল? কিসের স্বপ্ন দেখতেন তারা? আদৌ কোনো স্বপ্ন দেখতেন কি তারা? নিজের ইচ্ছেমতো জীবন যাপিত করার সুযোগ তারা তখন পেতেন না বললেই চলে। তবু কি জীবন নিয়ে স্বপ্ন ছিল না? ছিল, মোটা দাগে সেকালে অধিকাংশ নারীর একটি মাত্র স্বপ্ন ছিল মরণ পর্যন্ত স্বামী-সন্তান আত্মীয়-পরিজন নিয়ে সুখে সংসার করতে পারা। পুতুল আর রান্নাবাটি খেলতে খেলতে যে স্বপ্নের বীজ রোপিত হতো একেবারে শিশুকালে।

উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ব্রিটিশ প্রভাবে বাঙালি নারীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে। পর্দা, অবরোধ ঠেলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসার প্রবণতা তৈরি হয়। শিক্ষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আসে পেশা গ্রহণের পর্যায়। অর্থ উপার্জন নারীর জীবন বোধকে দেয় পাল্টে। নারীর জীবনে আসে স্বপ্ন রচনার কাল। নারী স্বপ্ন দেখতে শুরু করে নিজের জীবন নিয়ে। তবে স্বপ্ন দেখা আর তা পূরণ হওয়ার মধ্যে তখনও ছিল দুস্তর ব্যবধান। ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক বাধার কারণে নারীর লালিত স্বপ্ন অধিকাংশ অঙ্কুরিতই হতে পারত না।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে এ অবস্থার উন্নতি হয় কিছু বেশি পরিমাণে। বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গনারীর অশিক্ষা মুক্তির। তাঁর প্রচেষ্টার হাত ধরেই নারী শিক্ষার বিস্তার আসে, তাতে নিজের পছন্দে পেশা গ্রহণ করার সুযোগ নারীর স্বপ্ন পূরণের পথ এক ধাপ এগিয়ে নেয়। এ সময়ই অনেক বাধা ঠেলে দু-একজন নারী ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। ঘরের বাইরে পেশাগত জীবনের স্বপ্নেরও বীজ বোনা শুরু হয় এ সময়ই। নারীরা হতে চাইলেন শিক্ষক। নারীর শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নটা বেশ অনেকদিন টিকে থাকে। পূরণও হয়, তবু নিজের যোগ্যতা, সামর্থ্য বিচারে স্বপ্ন দেখার বদলে আত্মীয়-পরিজনের ভালোর লক্ষ্যে বেশিরভাগ নারীর স্বপ্ন নির্মিত হতো। শিশুকালে পুতুল খেলা আর রান্নাবাটি খেলার মধ্যেই স্বামীর উন্নতি, সন্তানের ভালো লেখাপড়া, বিয়ে স্বপ্নের সিঁড়ির ধাপ তৈরি হতো। তবে ব্যতিক্রম কিছু থাকে চিরকালই।

একবিংশ শতকে এসে বাঙালি নারীর

বাঙালি নারীর স্বপ্ন-শীর্ষে রয়েছে স্বাধীনতা। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া। আর্থিক সামর্থ্যে নারী এখন পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হতে চায় না। পোশাক শ্রমিক, কেরানিগিরি, ডাক্তারি বা শিক্ষকতা যা-ই হোক না, কোনো একটা কাজ করে অর্থ উপার্জন করে স্বাধীনভাবে খরচ করার অধিকার অর্জন আজকের নারীর প্রধান স্বপ্ন

স্বপ্নে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নারী এককভাবে নিজের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়ার সামর্থ্য অর্জন করেছে, তাই নিজের মতো করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখার অধিকারও অর্জিত হয়েছে। এখন তারা প্রথাবদ্ধ জীবন চক্রের বদলে জীবনকে চ্যালেঞ্জিং করার স্বপ্ন দেখছেন। বাঙালি নারী এখন দুর্গম পর্বত, উষর মরুভূমি পাড়ি দেয়ার স্বপ্ন দেখেন।

কিন্তু সাধারণভাবে একজন নারীর জীবন স্বপ্ন কেমন? জীবন নিয়ে নারীর স্বপ্ন দেখার শুরু বয়সটা এখন ধরা যেতে পারে কৈশোর শুরুর কালটাকে। এ সময় ভাবনাগুলো এলোমেলো, সদা পরিবর্তনমুখী। তবে তার মধ্যেই আসল স্বপ্নের জন্য ভূমি প্রস্তুত হতে থাকে। অনুকূল জল-হাওয়ায় সেটা পরিষ্কার হয় কৈশোর পার হওয়ার আগে-পরে। এ সময় পড়াশোনার বিষয়, ভবিষ্যৎ কর্মজীবন গড়া ও অন্যান্য স্বপ্ন মোটামুটি একটা রূপ পেয়ে যেতে থাকে।

বাঙালি নারীর স্বপ্ন শীর্ষে রয়েছে স্বাধীনতা। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া। আর্থিক সামর্থ্যে নারী এখন পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হতে চায় না। পোশাক শ্রমিক, কেরানিগিরি, ডাক্তারি বা শিক্ষকতা যা-ই হোক না, কোনো একটা কাজ করে অর্থ উপার্জন করে স্বাধীনভাবে খরচ করার অধিকার অর্জন আজকের নারীর প্রধান স্বপ্ন। অর্থনৈতিক সঙ্গতি অর্জনের স্বপ্ন ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে নারীর স্বপ্নে। যেমন, নিজ নিজ পেশায় দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান তৈরির চেষ্টা। আন্তর্জাতিক মানের ফ্যাশন ডিজাইনার, কালজয়ী সাহিত্য রচনা, দুর্গম পাহাড়ের অভিযাত্রী, বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জনপ্রিয় মিডিয়া মুখ, বড় গায়িকা, ভালো অভিনেত্রী, সাহসী সাংবাদিক, ভালো খেলোয়াড়, ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী, ভালো সার্জন, দেশসেরা বিতার্কিক, দেশসেরা মেকআপ আর্টিস্ট, মিডিয়া মুখ রাঁধুনী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, ব্যাংকার, ইতিহাস গবেষক, বিজ্ঞান গবেষক, অঙ্কবিশারদ, কুইজ এক্সপার্ট, আইটি এক্সপার্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী এবং আরো অনেক কিছু।

আজকের বাঙালি নারী তার স্বপ্ন বাস্তবায়নেও যথেষ্ট তৎপর। প্রতিযোগিতামূলক পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং পরিশ্রমী চর্চার মাধ্যমে স্বপ্ন সফল করতে প্রবলভাবে সচেষ্ট। নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা হওয়ার ইচ্ছেটা এমনি এমনি সফল হবে না এটা জানা সবার।

শুধু একজন ভালো মা কিংবা একজন ভালো স্ত্রী হওয়ার কাল কি তবে ফুরিয়ে এলো? না, তা নয়। নারী সততই মাতৃমুখী। নারীর অন্য সব স্বপ্নের গভীরে তার মাতৃত্ববোধ সুসুপ্তির মতো বেঁচে থাকে, থাকবেও। কেবল সে সংসার কর্মের দায় একা নিজের কাঁধে বহন করতে চায় না। সংসারটা হবে পুরুষ ও নারীর সমান অংশীদারিত্বের। সমান দায়-দায়িত্বের। এটাও আজকের নারীর অন্যতম স্বপ্ন। ■